তারিখ 16 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
আমাদের সময়

অধিকাংশই চলছে অস্থায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ সনদে

এম এইচ রবিন ●

উচ্চশিক্ষার পাঠদানে দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে অস্থায়ী অনুমোদন নিয়ে। মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী অনুমোদন সনদ পেয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদানের মানদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর শর্ত পূরণে ব্যর্থ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আইন অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় সাময়িক অনুমতিবিষয়ক সনদের মেয়াদ ৭ বছর। স্থায়ী সনদ পেতে আইনের ধারা ৯-এর শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলেও সাময়িক সনদ নবায়ন করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আবেদনের পর প্রয়োজনীয় তদন্তসাপেক্ষে অনধিক ৫ বছরের জন্য সনদ নবায়ন করতে পারে সরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১২ বছর অতিবাহিত করার পরও যেসব প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সনদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, সেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম আইনানুযায়ী প্রশ্নবিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, যারা আইন মানছেন না, তাদের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে অস্থায়ী ক্যাম্পাসে ১ জানুয়ারি থেকে নতুন ভর্তি এবং সব ধরনের কর্মসূচি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

অধিকাংশই চলছে অস্থায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী সনদ পাওয়ার একটা শর্ত হচ্ছে নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেসব প্রতিষ্ঠানের ১২ বছর হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো স্থায়ী ক্যাম্পাস করেছে; জমি কিনেছে। আর যেগুলো আইনের কোনো শর্তই মানছে না, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে– সেগুলোর বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ কবির হোসেন বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস করা বেশ বড় বিনিয়োগের ব্যাপার। সব প্রতিষ্ঠানের তো সেই সামর্থ্য নেই। আইন অমান্য করলে বন্ধ করে দেওয়াটা সমাধান নয়। একটা প্রতিষ্ঠান করতে অনেক সময় লাগে। আর বন্ধ করার জন্য একটি ঘোষণাই যথেষ্ট। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলাম, জমি কেনার জন্য যেন ব্যাংক ঋণের সুযোগ দেওয়া হয়। সরকার বিভিন্ন খাতের জন্য জমি বরাদ্দ দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও যদি জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা হলে একদিকে সরকার উপকৃত হবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শহরের বাইরে থাকায় যানজটও কমবে। সর্বোপরি স্থায়ী ক্যাম্পাসের শর্ত ব্যতীত অন্য বিষয়গুলো যেসব বিশ্ববিদ্যালয় মানছে না, তাদের শাস্তি হতেই পারে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, একটি ভবন নির্মাণের জন্য সরকারের অন্তত দশ-বারোটি দপ্তরের অনুমোদন নিতে হয়। এতে অনেক সময় ক্ষেপণ হয়। এ ছাড়া দেখা গেছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। কোনো প্রতিষ্ঠান নিজস্ব জমির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ না থাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারছে না। এমন নানাবিধ কারণে আইনের ব্যত্যয় ঘটে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দিয়েছে একটি কমিটি। কমিটির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কোন প্রতিষ্ঠানটি কী অবস্থায় আছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয় সম্পর্কেও কমিটি সুপারিশ করেছে। সেই অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

ধারা ৯-এর শর্তসমূহ

১. ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অন্যূন ১ (এক) একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অন্যূন ২ (দুই) একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অখণ্ড ও দায়মুক্ত জমি থাকিতে হবে; ২. দফা ১-এ উল্লিখিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যাম্পাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনাদির প্ল্যান অনুমোদন করাইয়া, সাময়িক অনুমতিপত্রে প্রদত্ত মেয়াদের মধ্যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে; ৩. প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনভাবে দায়বদ্ধ বা হস্তান্তর করা যাবে না; ৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয় তন্মধ্যে শতকরা তিন ভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং শতকরা তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এই সকল শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং প্রতি শিক্ষা বৎসরের অধ্যয়নরত এইরূপ শিক্ষার্থীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে দাখিল করতে হবে; ৫. ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের চলাফেরা, শিক্ষা অর্জন ও জীবনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে; ৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের ব্যয় খাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দপূর্বক উহা ব্যয় করতে হবে; এবং ৭. সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সনদপত্রপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের পূর্বে এই আইনের অধীন প্রযোজ্য সব শর্ত প্রতিপালন করতে হবে।

সনদপত্রের শর্তপূরণে ব্যর্থতার ফল

আইনের ১২ ধারায় উল্লেখ রয়েছে– ১. কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদের মধ্যে বা ক্ষেত্রমত নবায়নকৃত সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদের মধ্যে সনদপত্রের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হইলে, অথবা সনদপত্রপ্রাপ্তির জন্য ধারা ৯-এর কোনো শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে উক্ত সাময়িক অনুমতিপত্র বা ক্ষেত্রমত নবায়নকৃত সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

তবে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রোগ্রাম বা কোর্সের শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ কার্যকর হওয়ার আগে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত, যারা ইতোমধ্যে স্থায়ী সনদ গ্রহণ করেননি, তাদের এই আইনের ধারা ৯-এর শর্ত পূরণ করে স্থায়ী সনদ গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সনদপত্র গ্রহণ না করলে উক্ত সময়সীমার পর সরকার উক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতিপত্র বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে
স্বাক্ষর